

তথ্যগুলো জানুন: থ্যালাসেমিয়া এবং স্ক্লীনিং



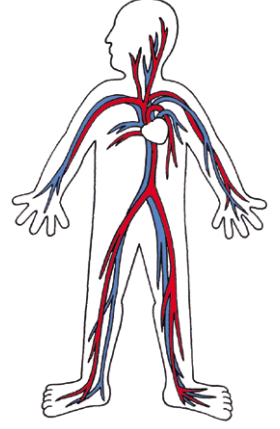
বীটা থ্যালাসীমিয়া মেজরটা কি?

বীটা থ্যালাসীমিয়া মেজর, যাকে ব্রায়ুই থ্যালাসীমিয়া মেজর বলা হয়, একটা গম্ভীর রক্তের অবস্থা।

এটা বংশানুক্রমে পরিবারের মধ্যে চলে। শরীরে অক্সিজেন সঞ্চয়িত করার রক্ত কণিকাগুলো এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অক্সিজেন সঞ্চয়িত করার জন্য যথেষ্ট লোহিত কণিকা থাকে না।

তাই জন্য থ্যালাসীমিয়া দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনভর অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হবে। এটাকে রক্তের ট্রান্সফুজেন বলা হয়। নিজেদের শরীর কে আইরনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করার জন্য তাদের জীবনভর ঔষধ নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

থ্যালাসীমিয়া দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির হয়তো খুব সহজে ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে। তাদের মূল অঙ্গগুলোতে ও সমস্যা হতে পারে।



কি ভাবে ব্যক্তির থ্যালাসীমিয়া হয়?

আপনি যেমন ভাবে সর্দি দ্বারা আক্রান্ত হন তেমন ভাবে আপনি থ্যালাসীমিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন না - এটা জীনের মাধ্যমে মাতা-পিতা থেকে বান্ধাদের হয়।

ব্যক্তিদের কেবল তখন থ্যালাসীমিয়া হয় যখন তারা দুটো অসাধারণ জীন পায় - একটা পিতা থেকে এবং একটা মা থেকে।

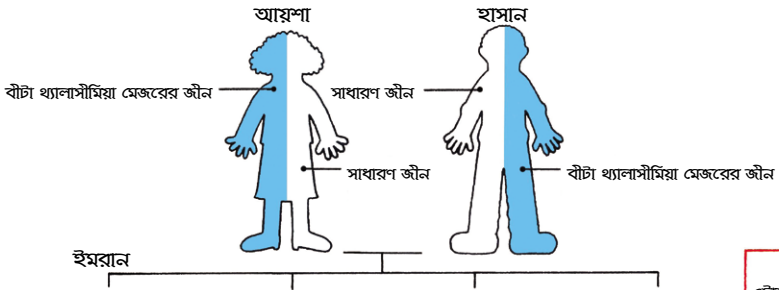
জীন-এমন ধরনের কোড যেগুলো আপনার শরীর কে নিয়ন্ত্রিত করে। উদাহরণের জন্য, আপনার চোখের রঙ, আপনি কতটা লম্বা হবেন সব জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় - আপনার সুন্দর হাসি হবে কি না তাও!



আয়শা এবং হাসান দুজন সুস্থ - দুজনের মধ্যে কগহারো বসন্ত থ্যালাসীমিয়া নেই। কিন্তু যেহেতু ওদের দুজনের একটা অসাধারণ জীন আছে, তাই শিশু ইমরানের ঐ রোগটা হয়েছে।

আমরা আয়শা এবং হাসান কে 'বাহক' বলি। যে ব্যক্তির বাহক হয় তারা নিজে সুস্থ থাকে। কিন্তু তারা নিজের বাচ্চাদের সেই অসাধারণ জীনটা দিতে পারে। প্রত্যেক বার আয়শা এবং হাসানের বাচ্চা হয়, 4 এর মধ্যে 1 সম্ভাবনা রয়েছে যে তাদের শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে থ্যালাসেমিয়া পাবে। ওদের পরবর্তী বাচ্চার ও থ্যালাসেমিয়া হতে পারে বা সে বাহক হতে পারে বা সে থ্যালাসেমিয়া থেকে পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারে।

নিচে দেওয়া ছবি দেখায় যে কি ভাবে তারা ইমরান কে 3 রোগটা দিয়েছে।



উত্তরাধিকারসূত্রে ইমরান বীটা থ্যালাসেমিয়া মেজরের দুটো জীন পেয়েছে এবং তাই ওর 3 রোগটা হয়েছে কেবল বীটা



এটাতে - এবং আয়শার সকল গর্ভাবস্থায় - 4এর মধ্যে 1 (25%) সম্ভাবনা রয়েছে যে শিশুটা দুটো সাধারণ জীন পাবে এবং তাই পূর্ণ ভাবে থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হবে।

(2এর মধ্যে 1 সম্ভাবনা)

এটাতে - এবং আয়শার সকল অন্য গর্ভাবস্থায় - 2এর মধ্যে 1 (50%) সম্ভাবনা রয়েছে যে বাচ্চাটা একটা সাধারণ জীন এবং একটা বীটা থ্যালাসেমিয়া মেজরের জীন পাবে এবং তাই বাহক হবে।



আমি কি ভাবে পরীক্ষা করতে পারি?

থ্যালসেমিয়ার জন্য পরীক্ষা করে জানার চেষ্টা করা হয় যে আপনি 'বাহক' কি না - যদি আপনি একটা অসাধারণ জীন বহন করেন।

যদি আপনি বাহক হন, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি আপনার বাচ্চা কে ঐ অসাধারণ জীনটা দিতে পারেন। যেহেতু বাহকরা সাধারণত সুস্থ থাকে তাই, পরীক্ষা না করা পর্যন্ত আপনি জানতে পারবেন না যে আপনি বাহক কি না।

এটা একটা সাধারণ রক্ত পরীক্ষা যার জন্য কিছু মিনিট লাগে - কেবল নিজের পরিবারের ডাক্তার (জীপী) বা আপনার স্থানীয় থ্যালসেমিয়া কেন্দ্রে জিজ্ঞাসা করুন।

ইংল্যান্ডে সকল গর্ভবতী মহিলা এবং সদ্যোজাত শিশুদের থ্যালসেমিয়া মেজরের জন্য একটা পরীক্ষা প্রদান করা হয়। কিন্তু বাচ্চা কে জন্ম দেওয়ার নির্ণয় নেওয়ার আগে জানা ভালো হবে যে আপনি বাহক কি না। যদি আপনি ঐ সময়ে গর্ভবতী হন তাহলে, আপনাকে 10 সপ্তাহের আগে পরীক্ষা করতে হবে।



আপনি কি জানতেন?

- ইংল্যান্ডে প্রায় 210,000 ব্যক্তি রয়েছে যারা থ্যালসেমিয়ার জীন 'বহন' করেন
- আপনি নিজের জীবনে যে কোনো সময়ে পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু বাচ্চা কে জন্ম দেওয়ার নির্ণয় নেওয়ার আগে, পরীক্ষার বিষয়ে জানা একটা ভালো বিচার হবে।

অধিকতর তথ্যের জন্য নিজের জীপীর সাথে কথা বলুন বা www.sickleandthal.org দেখুন

